"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা বাবা, টিচার, সদ্গুরু – তিনজনের সম্মুখেই বসে আছো, বাবার কৃপা এটাই যে তিনি টিচার রূপে তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন এবং সদ্গুরু রূপে তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন"

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কোন্ প্রতিজ্ঞা রয়েছে? তোমাদের কর্তব্য কি?

*উত্তরঃ - বাবার কাছে তোমাদের প্রতিজ্ঞা হলো - বাবা, আমরা তোমার কাছে যা কিছু শুনি, অবশ্যই অন্যদের শোনাবো। আমাদের সমান করে তুলবো। আমাদের কর্তব্য হলো - বাবা যেমন সবাইকে পড়ান, সেই মতো সবাইকে পড়ানো। কেননা এখন বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। যেমন আমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছি তেমনই সহৃদয় (রহমদিল) হয়ে অন্যদেরও উত্তরাধিকার পাইয়ে দিতে হবে।

*গীতঃ- নিয়ে নাও আশীর্বাদ মাতা-পিতার....

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা মা-বাবার সম্মুখে বসে আছে অথবা বাচ্চারা স্কুলে টিচারের কাছে বসে আছে। বাচ্চারা জানে আমরা সদ্গুরুর কাছে বসে আছি জ্ঞান শোনার জন্য। কার কাছে শুনবে? জ্ঞানের সাগর তো বাবাই। তোমরা জানো উনি পরমধাম থেকে এসেছেন আমাদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তোমাদের বুদ্ধি পরমধাম, সুইট হোমের সাথে জুড়ে আছে। যদিও পড়াশোনা করান তো এখানে। মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছো তবুও বুদ্ধিযোগ অথবা স্মরণ নির্বাণধামের প্রতি। আমাদের বাবার সাথে ঘরে যেতে হবে। তারপর বিষ্ণুর ঘরে আসবো। ওটাও ঘর, এটাও ঘর। শ্রীকৃষ্ণপুরীতে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। প্রথমে যে বাবা যোগ্য করে তোলেন তাঁকে স্মরণ করতে হবে। মা-বাবা কন্যাকে যোগ্য করে তোলেন, সে যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, মা-বাবার প্রশংসা করে বলা হয় কন্যা তো খুব ভালো এবং সুলক্ষণা। এখন তোমরা জানো আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছি, পঠন-পাঠন করছি। বাবা বাচ্চাদের জন্য খুব পরিশ্রম করেন। এটাই ওঁনার কৃপা। বাচ্চা ব্যারিস্টার হওয়ার পরে বলা হয় মা-বাবা খুব ভালোভাবে পালন করেছে। পড়াশোনা করিয়েছে। মা-বাবা হলো ক্রিয়েটারও (রচয়িতা), ডাইরেক্টরও (পরিচালক)। পুত্রদের মোহ বাবার প্রতি থাকে, যেখানে কন্যার মোহ মায়ের প্রতি থাকে। কেননা পুত্ররা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে। কুমারী পরবর্তী সময়ে মা হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। ব্রাহ্মণদের গায়ন আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান। ঐ ব্রাহ্মণদের কাছেও তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - তোমরা তো মুখ বংশাবলী তবে কি ব্রহ্মার মুখ সন্তান তোমরা? গর্ভজাত সন্তান তো লৌকিক মাতা-পিতার দ্বারা জন্ম নিয়ে থাকে। ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা কবে জন্ম নিয়েছো? বলতে পারবে না। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি জানো – আমরা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা অ্যাডপ্ট হয়েছি। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা বুঝতে পেরেছো - আমরা বাবা-টিচার-গুরু এই তিনজনের সম্মুখেই বসে আছি। বাবা তো ম্যানার্স (আচরণ) শেখান - শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণবান, সর্বগুণ সম্পন্ন..... এখানেই হতে হবে পুরুষার্থ করে। মানুষ তো এটাও জানে না যে রাধা-কৃষ্ণ গত জন্মে কারা ছিলেন? এটা শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো। যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারী হয়ে আবারও পূজ্য হয়ে ওঠে। পূজারী বলা হয় ভক্তদের। নর থেকে নারায়ণ বা বেগর (ভিখারি) থেকে প্রিন্স হওয়ার বর্সা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমরা কি করছো? উত্তরে বলো - আমরা গডফাদারের দ্বারা ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছি। এইম অবজেক্ট তো প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই আছে না! আমরা বাবার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার নিচ্ছি। স্বর্গের বর্সাই হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য। এখানে এই কলেজে তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরি হও। তোমরা জানো ভবিষ্যতে নতুন বিশ্বের প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য আমরা পড়াশোনা করছি। নতুন বিশ্বকে সত্যযুগ বলা হয়। সত্যযুগ অথবা কলিযুগে থাকবে তো মানুষই তাইনা। নলেজও মানুষই পেয়ে থাকে। জানোয়ারদের তো নলেজ দেবেন না। মানব দৈবী গুণ সম্পন্ন ছিল। এখন আসুরিক গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছে এরপর আবারও আমরা দৈবীগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠছি। এ'সবই বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এটা খুবই সহজ বোঝার বিষয়। ৮৪ জন্মের চক্রও ভারতের জন্যই প্রযোজ্য। ৮৪ জন্ম চক্রের রহস্য আর কারো বুদ্ধিতে বসবে না। স্বদর্শন চক্র তো শ্রীকৃষ্ণের ছিল। বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণের কম্বাইন্ড (একত্রিত) রূপ। শৈশবে তারা রাধা-কৃষ্ণ ছিল। কিন্তু সেটাও (চক্র) শুধু শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া হয়েছে। রাধাকে কখনও চক্র সহ দেখানো হয়নি। লক্ষ্মীকেও নয়, শুধু নারায়ণকে দেখানো হয় বা বিষ্ণুকে চক্র সহ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যেই লক্ষ্মী এসে যায় । বাস্তবে স্বদর্শন চক্রধারী তো তোমরা।

তোমরা জানো আমরা কতো ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা করছি গডফাদারের কাছে। তিনিই জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির

বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য। আত্মাকেই সত্য আর চৈতন্য বলা হয়। শরীরকে সত্য আর চৈতন্য তো বলা যায় না। বাচ্চাদের শরীর ৫ মাস পর্যন্ত জড় অবস্থাতেও গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি জিনিসই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই মনুষ্য আত্মা মহান। মানুষের যেমন মহিমা হয় তেমনি গ্লানিও হয়। সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল - ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার চার্চে গেছে তো সাথে করে তার বিড়ালকেও নিয়ে গেছে। দেখো, একটা বিড়ালেরও কত সম্মান। তোমরাও সেখানে বিনা পারমিশনে যেতে পারবে না, কিন্তু বিড়াল পারমিশন পেয়ে যায়। অনেক মানুষ বলে - কুকুরও ভগবানকে স্মরণ করে। ওরা ঘেউ ঘেউ করে না! তারা শুধুই গড বলে, জানে না কিছুই। সুতরাং মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি থাকলো! তোমরা এখন কতো উচ্চ হতে যাচ্ছো। তোমাদের এখন অনেক মহিমা হবে। প্র্যাকটিক্যালি যখন তোমাদের প্রভাব বিস্তার করবে তখন বলবে - ব্যস্, ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যেতে হবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা শিবের পৌত্র-পৌত্রী। বাবা তো একজনই না ! মাম্মা-বাবা এক যার দ্বারা তোমরা রচিত হও। তোমরা জানো আমরা শিববাবার পৌত্র বা পৌত্রী। এর মধ্যে বৃদ্ধ বা যুবকের কোনো বিষয় নেই। আমরা শিববাবার পৌত্র, সুতরাং ব্রহ্মার পুত্র পৌত্র। কত সহজ কথা। এটা ব্রাহ্মণদের কুল তাইনা। ক্রিয়েটার তো বাবাই। তোমরা জানো আমরা শিববাবার সন্তানরা এই বৃক্ষের প্রথম ফাউন্ডার (আদি প্রতিষ্ঠাতা)। ব্রহ্মা সঙ্গম যুগে কান্ডের নিচে বসে আছেন। আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবার পৌত্র, ওঁনার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। এটা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দেহ সহ যা কিছু আছে সবাইকে ভুলে অশরীরী হতে হবে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে - দাদার কাছে অথবা সুইট হোমে। আমরা শিববাবার নাতি-নাতনি। বাবাকেও তো অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা প্রকৃতপক্ষেই ব্রহ্মাকুমার কুমারী। শিবের পৌত্র, দাদার কাছেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বিশ্বের বাদশাহীকেই সত্যিকারের স্বরাজ্য বলা হয়। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। কারো ভয় নেই। একে অদ্বৈত রাজ্য বলা হয়। সেখানে দ্বিতীয় কেউ থাকে না। সর্বগুণ সম্পন্ন, অহিংসা পরম ধর্ম হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন - হিংসা দুই রকমের হয়। এক হলো ভায়োলেন্সের (হিংসা), দ্বিতীয় হিংসা হলো কাম কাটারি চালানো। আমরা ডবল অহিংসক। সত্যযুগে হিংসার কোনো ব্যাপারই নেই। না শারীরিক, না বিকারের I অহিংস পরম দেবী-দেবতা ধর্ম বলাই হয়। আমরা তার সদস্য হই। ব্রাহ্মণ থেকে আমরা এরপর দেবতা হব। আমাদের মানুষ নাম তখন মুছে যাবে। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই। যেমন ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়। কিভাবে ওরা হয়েছে সেটা নিজেরাই জানে। তোমরা জানো এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করে আমরা দেবতা হই। খুব সহজ। নানা রকম ধর্মের এখানে বৃক্ষের যে বংশলতিকা আছে, এর আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমাদের মধ্যে আছে, যা আর কারো নেই।

তোমরা জানো আমাদের বাবা, টিচার পরমধাম থেকে এসেছেন - আমাদের পড়াতে। পরমধাম কতো উঁচুতে। এরোপ্লেনও সেখানে যেতে পারে না। দেখো, ডানা ছাড়াই বাবা কিভাবে এসে আমাদের পড়ান, তাই এতোটাই খুশি থাকা উচিত। আমাদের বাবাই আমাদের টিচার। তিনি থাকেন পরমধামে, সেখান থেকে এসে আমাদের পড়ান। ওঁনাকে অনেক সার্ভিস(সেবা) করতে হয়। ভক্তদের খুশি করার সার্ভিসও করতে হয়। ভক্তরা তো আমাকে চেনে না। ওদের আমি অনেক সার্ভিস দিই, যারা নবধা ভক্তি করে তাদের ইচ্ছাও আমি পূরণ করি। যার সাক্ষাৎকার বাচ্চারা করেছে। নবধা ভক্তিতে বসে যে - ব্যস্, যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় I চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বইতে থাকে। যখন এতোটাই তীব্র ভক্তি করে তখন সাক্ষাত্কার করাই। ওটা হলো ভক্তি মার্গ। সুতরাং এই সময় ওদেরও রাজি করাই। তোমাদের তো সম্মুখে বসে শোনাই, পড়াই। ভগবানুবাচ অবশ্যই আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। গীতাতেও লেখা আছে - হে বাচ্চারা! তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখেছে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো এই সময় অন্তিম জন্মে আছে। তিনিও বসে পড়াশোনা করেন। বাচ্চারা জানে - পূর্বের মতোই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আমরা পুরুষার্থ করে অবশ্যই উত্তরাধিকার নেবো। বাবা কতো করুণাময় ! তিনি এসে বাচ্চাদের কোলে তুলে নেন (অ্যাডপ্ট করেন)। বাচ্চারা বলে - বাবা, তুমিও সেই, আমরাও সেই বাচ্চারাই যারা আবারও এসে মিলিত হই। তুমি সেই বাবা, আমরাও তোমার সেই বাচ্চারা। এখন তুমি এসেছো আমাদের রাজ্য-ভাগ্য দেওয়ার জন্য। বাবা পুনরায় আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা শিবের পৌত্র-পৌত্রী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামও প্রসিদ্ধ। এটা তো জানো - স্বর্গের রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মাই, তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। ব্রহ্মাও ওঁনার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই বাবা তোমরা ব্রাহ্মণদের সাথে কথা বলছেন। কতো ভালোভাবে বোঝান। তারপরেও কেন ভুলে যাও? বাবার ঘরে বসে আছো। বাবাই টিচার হয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। আমরা রাজযোগ শিখছি। আমরা শান্তিধামে যাবো তারপর সুখধামে যাবো। এই কলিযুগের দুনিয়ার বিনাশ হবেই। কল্প পূর্বের মতোই তোমাদের সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। দেখে যাও - কিভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিভাবে বিনাশ হলো? তারপর যেখানে জয়, সেখানেই জন্ম কিভাবে হয়? কিভাবে মহল ইত্যাদি নির্মাণ হবে? তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা কোথাও নিচে চলে গেছে, সেটা বেরিয়ে আসবে। বলাও হয় - রাবণেরও সোনার লঙ্কা ছিল। এমন তো কিছুই নেই। সোনার মহল তো দেবতাদের জন্য হয়। এখন

নেই। ভারতের তরী এখন ডুবে গেছে। তোমরা বাচ্চারা বিষের সাগর নরক থেকে সবাইকে উদ্ধার করছো। এখানে স্টিমার ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। তোমরা সাগরের সন্তানরা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছো। কাম চিতায় বসে কালো (কুৎসিত, বিকারগ্রস্ত) হয়ে গেছো। তোমরা সুন্দর ছিলে তারপর শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছো। ভারতের তোমরা দেবী-দেবতারা কত সুন্দর ছিলে। তোমরা সবাই শ্যাম-সুন্দর। বাচ্চারা জানে - আমরা কার সামনে বসে আছি? এমন কোনো সৎসঙ্গ নেই যেখানে গডফাদার বসে রাজযোগ শেখান। নিরাকার বাবা কারো শরীরে তো আসেন তাইনা। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আসবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো এখানেই আছে না!

এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তোমরা জানো আমরা বাবার দ্বারা বিশ্বের মালিক হই। উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। তোমরা মাম্মা-বাবা বলো সুতরাং তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে ফলো করতে হবে। সেইজন্যই গায়ন আছে - ফলো ফাদার। সত্যিকারের ফাদার চাই, আর্টিফিসিয়াল (কৃত্রিম) নয়! গান্ধীকেও বাপু জী বলা হতো কিন্তু বর্সা তো কিছুই পাওয়া যায়নি। ওটা হলো হদের (সীমিত) বাপু জীর থেকে পাওয়া সীমিত উত্তরাধিকার। তাকে অসীমিত উত্তরাধিকার বলা যায় না। এই অসীম জগতের বাপু জী তো পরমধাম থেকে এসেছেন। তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। তোমরাই বৈকুন্ঠের মালিক হও। অসীম জগতের বাবার প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকা উচিত! সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক তোমার সঙ্গে জুড়ে থাকব। এটাই তোমাদের প্রতিজ্ঞা বাবার কাছে। কতো ভালোবাসা দিয়ে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান ! আর সবাই কি জানে যে শিববাবা কবে এসেছিলেন? রক্ষাবন্ধন কবে হয়েছিল? দৈবী গুণ ধারণ কিভাবে করেছিল? গীতা শাস্ত্র পড়ে-শোনে কিন্তু কিছুই বোঝে না। তোমরা মুখেই সব ব্যাখ্যা করো। এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। ভগবান বসে শেখান। সঙ্গমে এসেই শেখান। এখন তোমরা সম্মুখে বসে শুনছ সুতরাং নেশা (ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নেশা) বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই নেশা কম হওয়া উচিত নয়। এই পড়াশোনা কোনো মানুষ এসে পড়ায় না। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সবাই শুনছো। তোমরা শুনে তারপর অন্যদেরও শোনাও। তোমাদের এগ্রিমেন্ট (চুক্তি) - বাবার কাছ থেকে শুনে তারপর অন্যদেরও অবশ্যই শোনাবো। তা না হলে কিসের জন্য শুনেছি। এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়েছো। বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ইত্যাদি ছেড়ে দাও। বাবা শিব, তোমরা তাঁর শালগ্রাম। বাবা আর তাঁর বাচ্চারা। বাবা বলেন - আমি নিরাকার, তোমরাও নিরাকার ছিলে। এখানে এসেছো পার্ট প্লে করতে। এখন ফিরে যেতে হবে। বাবা ব্রহ্মান্ডের মালিক। তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক ছিলে। যাকে পরমধাম, নির্বাণধাম, মূললোক ইত্যাদি বলা হয়। এ'সব হলো নাম। মূললোক, স্থূললোক, সূক্ষ্মলোক - এই চক্র সামনে ঘুরতে থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পঠন-পাঠনে মাতা-পিতাকে ফলো করতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে।। কেননা উঁচু থেকে উঁচু ধাম থেকে ভগবান আমাদের পড়াতে আসেন।

২) এখন আমাদের সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেহ সহ সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ- আওয়াজের ঊর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থেকে শান্তির শক্তি অনুভবকারী মাস্টার বীজরূপ ভব

আওয়াজের ঊর্ধে থাকার শ্রেষ্ঠ স্থিতি সর্ব ব্যক্ত আকর্ষণ থেকে পৃথক মনোরম এবং শক্তিশালী। এক সেকেন্ডও যদি এই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও তবে তার প্রভাব সারাদিন কর্ম করেও নিজের মধ্যে বিশেষ শান্তির শক্তি অনুভব করবে। এমন স্থিতিকেই কর্মাতীত স্থিতি, বাবার সমান সম্পূর্ণ স্থিতি বলা হয়। এ হলো মাস্টার বীজরূপ, মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি, এই স্থিতির দ্বারাই প্রতিটি কার্যে সফলতা অনুভব হয়।

স্লোগানঃ- মহান আত্মা সেই, যার প্রতিটি কথা মহাবাক্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;